

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
ডক্টর লরেন্স ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণের গল্প	১৫
হাট অ্যাটাক?	১৯
ইস্তিখারার সালাত ও ডিপ্ৰেশন	৩০
আম্মা এবং সুরা আত-তাহরিম	৩৫
দরুদ, ইস্তিগফার এবং দুয়া ইউনুসের গল্প	৪২
স্বাভাবিক জীবনের দিকে	৪৫
আকাশের দিকে তাকিয়ে	৫২
জীবন ভিক্ষা	৫৮
সুরা বাকারাহ এবং একজন ডাক্তারের জীবন	৬১
আফিয়াত	৬৫
দরুদেদর ক্ষমতা	৬৯
মারইয়াম আসার গল্প	৭১
জুমুয়াহ দিনের দুয়া	৭৬
অন্ধের মায়ের দুয়া	৮০
আমার দুয়া, আমার হজ	৮৩
মারইয়াম মাসুদের গল্প	৯১
আল্লাহর দিকে ফিরে আসার গল্প	৯৩
তাহাজ্জুদের দুয়া	১০২
চাওয়া হোক সীমাহীন	১০৭
১৫,৪০০!	১১৪

সুরা কাহাফ	১১৮
সিজদার দুয়া	১২০
ইস্তিখারার সালাত এবং তিনি	১২৫
দুয়ার মহিমা	১৩৬
চাঁদ চাওয়ার মতো দুয়া	১৪০
রবের পরীক্ষা ও আমাদের দুয়া	১৪২
আরও কিছু গল্প	১৪৮
তিনটি প্রশ্ন আপনার জন্য	১৫৭
দুয়া কবুল হবেই, যদি... ..	১৫৯
দুয়া করার সময় যা করব	১৬৩
দুয়া কবুলের বিশেষ সময়গুলো	১৬৫
দুয়া কবুলের দুইটি খুবই বিশেষ আমল	১৬৮
অসুস্থতায় বিশেষ সুরা ও দুয়া	১৭৪
শেষ কিছু কথা	১৭৭



ডক্টর লরেন্স ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণের গল্প

ভেবেছিলাম, বইটি শুরু করব আমার নিজের জীবনের একটি গল্প দিয়ে। কিন্তু কেন যেন সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করলাম। মনে হলো, আমার খুবই প্রিয় একজন মানুষের ইসলাম গ্রহণের গল্প দিয়েই শুরু হোক।

তিনি ডক্টর লরেন্স ব্রাউন। প্রথম দেখেছিলাম The Deen Show নামক একটি প্রোগ্রামে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (Comparative Religion) বিষয়ে অসাধারণ আলোচনা করেন তিনি। তার লেখা MisGod'ed: A Roadmap of Guidance and Misguidance in the Abrahamic Religions বইটি আমার জীবনে পড়া অন্যতম সেরা বই। ইউটিউবে তার একটি দুয়া কবুলের গল্প শুনেছিলাম, সেটি এই বইয়ে যুক্ত না করলেই নয়—

১৯৯০ সাল, আমি তখন ওয়াশিংটন ডিসির জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের চক্ষু বিশেষজ্ঞ রেসিডেন্সির শেষবর্ষে। জীবন তখন ব্যস্ত, দায়িত্বে ভরপুর, সামনে নানা চ্যালেঞ্জ কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি যে আরও কী অপেক্ষা করছে।

১০ অক্টোবর, আমার দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। দিনটি আমার জীবনের অন্যতম আনন্দের একটি দিন হতে পারত, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেটি দুঃস্বপ্নে বদলে গেল। নবজাতক কন্যার দিকে তাকাতেই আমার হৃৎপিণ্ড ধক করে উঠল—তার বুক থেকে পা পর্যন্ত গাঢ় নীলচে রঙের।

একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, ওর শরীরে রক্তসঞ্চালনে মারাত্মক কোনো সমস্যা হয়েছে। দ্রুত পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানালেন, আমার মেয়ের Coarctation of the Aorta হয়েছে—হৃৎপিণ্ড থেকে বের হওয়া প্রধান ধমনি সংকুচিত হয়ে গেছে। তার শরীরে যথেষ্ট রক্ত পৌঁছাচ্ছিল না, জরুরি অপ্ৰোপচার ছাড়া তাকে বাঁচানো অসম্ভব।

আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। জানতাম, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই কম। নেই বললেই চলে। শহরের অন্য প্রান্ত থেকে একজন শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞকে ডাকা হলো, এবং আমি তাকে NICU-তে (নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট) আমার কন্যার পরীক্ষা করতে দিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমি তখন দিশেহারা, নিঃসঙ্গ, অসহায়। বুঝতে পারলাম, এই পৃথিবীর কোনো শক্তি আমার মেয়েকে সাহায্য করতে পারবে না। ICU হওয়ার কারণে, ওটার পাশেই প্রার্থনা করার জন্য একটা ঘর ছিল। অসহায়, বিধ্বস্ত আমি সেই প্রার্থনাঘরে ঢুকে পড়লাম। একজন আপাদমস্তক নাস্তিক ছিলাম আমি, তবুও হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম—এছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। এটি ছিল আমার জীবনের প্রথম প্রকৃত প্রার্থনা। আগে আমি কখনো হৃদয় থেকে সত্যিকারের প্রার্থনা করিনি। আমেরিকান-খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিয়েও আমি কখনোই সৃষ্টিকর্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করিনি।

সেই মুহূর্তে, প্রথমবারের মতো তাঁর প্রতি হাত তুললাম—তবে সংশয়ের সঙ্গে।

‘হে সৃষ্টিকর্তা, যদি তুমি থাকো...’

আস্তিক না হয়েও, হৃদয়ের গভীর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বললাম—‘যদি তুমি থাকো, যদি তুমি আমার মেয়েকে বাঁচাও এবং আমাকে এমন ধর্মের দিকে যেতে নির্দেশ করো, যা তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, তবে আমি সেটি অনুসরণ করব।’



দরুদ, ইস্তিগফার এবং দুয়া ইউনুসের গল্প

আমি তখন কানাডার ক্যালগেরি শহরে। ২০২২ এর শীতকাল চলছে। আমি অসুস্থ হওয়ার পর যে ডিপ্রেসন আমাকে প্রায় গিলে খেয়ে ফেলেছিল, আশ্চর্য্য মারা যাওয়ার পর থেকে সেটি আবার ফিরে আসা শুরু করে। সেরকমই প্রচণ্ড মন খারাপের একটি দিন। বাইরে প্রায় ২০ ডিগ্রির মতো ঠাণ্ডা। আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। হঠাৎ মনে হলো, ইস! যদি ইসলামি দাওয়ার কাজ করতে পারতাম আজ, তাহলে কিছুটা প্রোডাক্টিভ সময় কাটত এবং হয়তো আজকের ডিপ্রেসন থেকেও বেরিয়ে আসতে পারতাম।

একজন ইয়েমেনি বন্ধুর সাথে (যিনি কুরআনের শিক্ষকও) মসজিদে প্রায়ই এই বিষয়ে কথা হতো—কীভাবে আমরা এই দেশে দাওয়াতি কাজ শুরু করতে পারি। একবার ভাবলাম, তাকে ফোন দিয়ে দেখি, আজ দাওয়াতি কাজ করার মতো কোনো আইডিয়া তার আছে কি না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সাথে সাথে মনে হলো, এই পরিকল্পনা অর্থহীন। এই ঠাণ্ডায় কে কাকে দাওয়াত দেবে! তাছাড়া, আমার সেই বন্ধুও ক্রনিক পেইনের রোগী, তার ইতোমধ্যে ৪-৫টি মেজর সার্জারি হয়েছে। প্রতিদিন পেইন মেডিসিন নিতে হয়। এই ঠাণ্ডায় বাইরে বের হলে তার ব্যথা অনেক বেড়ে যাবে। দাওয়াতি কাজ আজ কোনোভাবেই সম্ভব না।

অনেকক্ষণ ভাবার পর হঠাৎ চিন্তা করলাম, ওযু করে জায়নামাজ বিছিয়ে ইচ্ছামতো দরুদ, ইস্তিগফার, আর দুয়া ইউনুস পড়তে থাকি। আর তো কিছু করার নেই। দেখি, আল্লাহ মন ভালো করে দেন কি না। আমার আল্লাহর শপথ, যখনই আমি প্রবল আশা নিয়ে এই আমলটি করেছি, আমি ফল পেয়েছি। দরুদ, ইস্তিগফার এবং দুয়া ইউনুসের ফযিলত কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আজকে কী ফল চাইছি, আমি নিজেই নিশ্চিত নই। শুধু এতটুকু জানি, এই আমল করলে আমার মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো কিছু হবেই। আজ পর্যন্ত কখনো ব্যতিক্রম হয়নি—যদিও কখনো কখনো ফল পেতে কিছু সময় লেগেছে।

অনেকক্ষণ আমল করার পর, গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম মসজিদে এশার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে। আমি তখন চেষ্টা করতাম ক্যালগেরি ইসলামিক সেন্টারে এশা পড়ার জন্য। আমার বাসা থেকে মসজিদ যেতে প্রায় ২০ মিনিটের মতো লাগত। কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ কী মনে করে উল্টো টার্ন নিলাম। একই দূরত্বে আরেকটি মসজিদ আছে, যেটা খুবই ছোট এবং সেখানে সাধারণত মাত্র ৩ থেকে ৪ জন মুসল্লি থাকেন। আমার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের তেমন কোনো কারণ ছিল না। যেহেতু এই ছোট মসজিদে আমি নিয়মিত যেতাম না, তাদের এশার জামাতের নির্দিষ্ট সময় আমার মুখস্থ ছিল না। তবে এটুকু জানতাম, জামাত হয় সন্ধ্যা ৭টা অথবা ৮টায়।

আমি যখন বাসা থেকে বের হলাম, তখন সময় প্রায় ৬:৪৫-এর মতো। গিয়ে যদি দেখি জামাতের সময় ৮ টায়, তাহলেও খারাপ হবে না। প্রায় এক ঘণ্টা মসজিদে আল্লাহর সাথে একলা নীরবে সময় কাটাতে পারব, যা আমার মন ভালো করার জন্য খুব দরকার ছিল। ওই মসজিদ সবসময় লক করা থাকত। যারা পাসওয়ার্ড জানত, তারাই শুধু প্রবেশ করতে পারত (যদি আগে থেকে কেউ ভেতরে না থাকত)। আমি দরজায় গিয়ে দেখি, দরজা খোলা। তাই কোনো বামেলা ছাড়াই মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদে ঢুকে দেখি, দুইজন পাঞ্জাবি ও টুপি পরা ভদ্রলোক বসে কথা বলছেন। তারা আমাকে সালাম দিলেন। আমি একটু মন খারাপ করলাম, ভাবলাম, এশার জামাত বুঝি শেষ হয়ে গেছে। তারা হয়তো এখন চলে



স্বাভাবিক জীবনের দিকে

আগের একটি গল্পে আমার ব্রেইনের ভিতর পাওয়া ১২টি সাদা দাগের কথা বলেছিলাম। ভ্যানকুভারের নিউরোলজিস্ট বলেছিল এক বছর পর ব্রেইন MRI রিপিট করতে। তাদের সন্দেহ এরকম কেস আরও বড় সমস্যার দিকে যেতে পারে, এর মধ্যে একটা হলো ভয়ংকর রোগ মাল্টিপল স্কেলেরোসিস (MS)। ক্যালগেরিতে চলে এসেছিলাম সেটাও বলেছি আগের গল্পগুলোতে। ১ বছর পার হয়ে গেলেও আমি আর ব্রেইন MRI করিনি। কারণ MS রোগটা আমার কাছে এতটাই ভয়ংকর যে, এটা হয়েছে জানলে আমি যেন মরার আগেই মরে যাব।

এদিকে, আশ্চর্য্য মারা যাওয়ার পর থেকে আমার শরীর আরও খারাপ হতে থাকে। অনেক বেশি মাথা ঘুরানোর পাশাপাশি, সিভিয়ার মাইগ্রেনও শুরু হয়। এই মাইগ্রেন অন্য মাইগ্রেনের মতো নয়; এটি ২৪/৭, অর্থাৎ সারাক্ষণ থাকে। এগুলো সবই MS-এর উপসর্গের মধ্যে পড়ে যায়। এত শরীর খারাপ হওয়ায় এবং আরও খারাপ কোনো রোগের আশঙ্কায় ডিপ্রেশনও বাড়তে থাকে। আবার শুরু করতে হলো নানান ডাক্তারদের কাছে দৌড়াদৌড়ি, নানান টেস্ট করা, আর টেস্টের ব্যাখ্যার ক্লান্তিকর, কষ্টকর প্রক্রিয়া। একজন ডাক্তার বললেন, ‘আমার ভেস্টিবুলার মাইগ্রেন হয়েছে।’ একটি ওষুধ ধরিয়ে দিলেন। প্রতিরাতে একটি করে খেতে হবে। ওষুধ খাওয়া শুরু করলাম, কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না।

তখন আমি প্রচুর দরুদ পড়তাম। এছাড়াও, রাহে বেলায়েত এবং হিসনুল মুসলিম থেকে অনেকগুলো দুয়া অর্থসহ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম, যেগুলো আমি সিজদায় সবসময় পড়তাম। এমন একদিন, সালাতের সিজদায় হঠাৎ মনে হলো, ‘ইশ! আমি যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় দাঁড়িয়ে দরুদ পড়তে পারতাম!’ রওজায় দাঁড়িয়ে দরুদ পড়ার বিশেষ কোনো ফযিলত আছে কিনা আমার জানা নেই; কিন্তু কেন যেন খুব ইচ্ছা করেছিল।

কী আজব! সেইদিনই, এক বড় ভাই সাস্কাটুন শহর থেকে ফোন করে বলেন, ‘আমি উমরাহয় যাওয়ার চেষ্টা করছি, তুই যাবি নাকি?’ আমি বুঝলাম না, কীভাবে সম্ভব! সুবহানাল্লাহ! আমার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুব ভালো ছিল না; আর শরীর তো ভয়ংকর খারাপ। তবুও, আমি বলে ফেললাম, ‘আমি যাব, আপনি দেখুন ব্যবস্থা করা যায় কি না।’ তিনি চেষ্টা করলেন এবং কয়েকদিন পরে বললেন, ‘না রে, এখন যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। খরচ প্রায় দ্বিগুণ।’ দ্বিগুণ খরচ দিয়ে আমার পক্ষেও যাওয়া ঠিক হবে না। মন খারাপ করে বললাম, ‘বাদ দিন তাহলে।’ মনে মনে ভাবছিলাম, আল্লাহ কেন আমাকে একটি সাইন দেখালেন এবং সেটি আবার সরিয়ে নিলেন? যাই হউক, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ‘তিনি জানেন, আমরা জানি না।’

কিছুদিন পর হঠাৎ আমার মনে একটা বিষয় ঢুকে গেল। আমার শরীরের অবস্থা এমন যে, আমি খুব বেশিদিন নাও বাঁচতে পারি। মক্কা-মদিনা না দেখেই মারা যাব—এটা কেমন কথা! যা হবার, হবে; ইনশাআল্লাহ, আমি যাবই। প্রিয় আশিক ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পারলাম, এডমন্টন থেকে (যেই শহরে আমি ৫ বছর ছিলাম) একটি টিম উমরাহয় যাচ্ছে। টিম লিডার, যিনি মসজিদের ইমাম, তাকে ফোন দিলাম। তিনি বললেন, ‘আমাদের তো অনেক আগেই সবকিছু ঠিক করে নেওয়া হয়েছে। যোগ দিতে হলে তোমার অনেক বেশি খরচ হবে।’ আমি বললাম, অসুবিধা নেই, আপনি ব্যবস্থা করুন। অবশেষে, প্রায় দ্বিগুণ খরচ করে আমার উমরার ব্যবস্থা হলো।



মারইয়াম আসার গল্প

বিয়ের কয়েক বছর পর, যখন আমরা সন্তান নেওয়ার কথা চিন্তা করছিলাম, তখনও বিশ্বাস ছিল যে সবকিছু ঠিক থাকলে পৃথিবীতে সন্তান আসা খুব সহজ একটা ব্যাপার। তার ঠিক কয়েক মাস পরেই, আল্লাহর অশেষ রহমতে, আমরা সুসংবাদ পেলাম। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার কাছে শুকরিয়ার শেষ ছিল না। তখনও জানতাম না যে আমাদের পরীক্ষা শুরু হলো। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই মিসক্যারেজ হয়ে গেল। খুব কেঁদেছিলাম তখন। সবকিছু মনে হচ্ছিল ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

কান্না আসলে সিজদায় গিয়ে শুধু আল্লাহর কাছে দুয়ার ফরিয়াদ করতাম। আমার রবের অশেষ রহমত যে আমি ডিপ্রেশনে যাইনি। আল্লাহর ওপর আস্থা আর সুধারণা সমস্তটাই ছিল। এই বিশ্বাস ছিল যে, আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য যদি কল্যাণকর হয়, তবে আমার রব আমাকে অবশ্যই সন্তানহীন রাখবেন না। নবি মুসা আলাইহিস সালাম ও বন্ধ্যা সেই মায়ের কথা মনে হচ্ছিল—কীভাবে নাছোড়বান্দার মতো দুয়া করতে থাকা সেই মা আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লার কাছ থেকে দুটি সন্তান চেয়ে নেন। সুবহানালাহ!

আল্লাহর কাছ থেকে রহমত ভিক্ষা চাচ্ছিলাম শুধু। কুরআন মাজিদে সন্তান হওয়ার যে দুয়াগুলো আছে—সূরা আশ্বিয়া : ৮৯, সূরা আল-ইমরান : ৩৮, সূরা সাফফাত : ১০০—এই আয়াতগুলো সব সময় পড়তাম। সাধ্যমতো দান-সাদাকা করতাম। ফরজ বিধানগুলো পালন করা, হালাল-হারাম মেনে

চলা শুরু করলাম কঠোরভাবে। জানতাম যে অপবিত্র দেহ আর মুখের দুয়া আল্লাহ কবুল করতে চান না (যদিও ব্যতিক্রম আছে)।

এত কষ্ট, এত দুয়ার মাঝে আমার এর মধ্যে আরও দুটো মিসক্যারেজ হয়ে গেল। ডাক্তাররাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না সমস্যাটা কোথায়। বুঝতে পারছিলাম না কোথায় যাব, কী করব। খুব কঠিন কষ্টের মুহূর্তগুলো ছিল সেসব সময়। কান্না এলে আল্লাহর কাছে শুধু দুয়া করতাম, যেন আমার দিলকে একটু সুকুন দেন। নিজেকে বলতাম, আমার রব পরীক্ষা নিচ্ছেন আমার তাওয়াক্কুল আর সবরের।

দুয়া করতে থাকলাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে, ইফতারের আগের মুহূর্তে, বৃষ্টির সময়ে, সফরে, শুক্রবারের আসরের পরে—দুয়া কবুলের সময়গুলোতে। বলতাম, হে ইবরাহিম ও যাকারিয়া আলাইহিমা সালামের রব, আপনি তো অশীতিপর বৃদ্ধ নিঃসন্তান ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ইসমাইল ও ইসহাক আলাইহিমা সালামের মতো সন্তান দিয়েছেন। আপনি তো সেই রব, যিনি নিঃসন্তান বৃদ্ধ যাকারিয়া আলাইহিস সালামকে বলেছিলেন,

كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।^[১]

মারইয়াম আলাইহা সালামকে (ফেরেশতার মাধ্যমে) বলেছিলেন,

كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

এভাবেই আল্লাহ যা চান, তা নিমিষেই সৃষ্টি করে ফেলেন।^[২]

ইয়া হাইয়ু, ইয়া কাইয়ুম, ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম! আপনি তো 'কুন ফায়াকুন' বললেই হয়ে যায়, আমার জন্যও বলুন, হে আল্লাহ! আপনি

[১] সুবা আল ইমরান, আয়াত : ৪০

[২] সুবা আল ইমরান, আয়াত : ৪৭



আমার দুয়া, আমার হজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এটা আমার হজের গল্প। সময় ২০২২। আমি আর আমার স্ত্রী হজের নিয়ত করেছি। আমার ওপর হজ ওয়াজিব (ফরজ) হয়েছে ২০২০-এ। Covid-১৯-এর কারণে সেই বছর হজ হয়নি, শুধু কিছু স্থানীয় মানুষ হজ করার অনুমতি পেয়েছিল। ২০২১-এও একই অবস্থা— হজ বন্ধ। ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা টরন্টোর এক এজেন্টকে অগ্রিম CA\$৫,০০০ দিলাম। প্যাকেজের দাম জনপ্রতি CA\$১৫,০০০। আমাদের এই টাকা ছিল না। তবুও আমি বন্ধপরিকর—এবার হজ করতেই হবে, এবং দুজনে একসাথে যাব।

মার্চ মাস থেকে শুরু হলো একের পর এক নাটকীয় পরিস্থিতি। এজেন্ট বলল, এবার নাকি সৌদি হজ মন্ত্রণালয় তাদের সিস্টেম বদলাবে। কী হবে, কেউ জানে না। এজেন্টের নাকি সৌদি মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ আছে, তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই। দিন যায়, রাত যায়। ৭ জুলাই হজ, অথচ মে মাস শেষ হতে চলেছে, তবুও কোনো খবর নেই। কেউ কিছু বলতে পারছে না। সৌদি মন্ত্রণালয় একদম নীরব। মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহে খবর এলো—এবার এজেন্ট থাকবে না, সবকিছু মন্ত্রণালয়ই পরিচালনা করবে। তবে, এজেন্ট জানাল সেই আগের প্যাকেজের দাম এখন \$২৩,০০০!



আল্লাহর দিকে ফিরে আসার গল্প

আমি তখন ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টাতে পিএইচডি অ্যাডমিশন নিয়ে এসেছি কানাডার এডমন্টন নামের এক শহরে। এখানে আসার আগেই আমার সুপারভাইজার আমাকে একটি স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে বলেন, আর আমি সেটি পেয়েও যাই। এন্ট্রান্স স্কলারশিপসহ সব মিলিয়ে ভালো পরিমাণ টাকার নিশ্চয়তা নিয়ে কানাডায় আসি।

AITF নামে পরিচিত এই স্কলারশিপটি আমার জানামতে এভাবে কানাডায় আসার আগেই পাওয়া খুবই বিরল একটি ঘটনা। সাধারণত গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টরা আসার পর টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ করে, পরে কেউ কেউ এমন স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেন। তো, এইরকম অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে যা হয়, নিজের অজান্তেই নানান শোডের অহংকার আমার মধ্যে বিস্তার লাভ করে। মনে হতো—‘এসব আমার কৃতিত্ব, আসলে আমার রিসার্চ প্রোফাইল তো বেশ ভালো, তাই এগুলো আমাকে দেওয়া হচ্ছে। এসব দেশে তো আসলে গুণের কদর আছে।’ নাউযুবিল্লাহ! এখন এসব মনে হলে রবের কাছে ইস্তিগফার করি।

আমার কাজকর্মে এই ধরনের ধারণার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। আমি অনেক কিছুই গ্রাণ্টেড ধরে নিয়েছিলাম, হালকাভাবে নিয়েছিলাম। সেই নতুন শহরে দিনগুলো বেশ আনন্দে কাটছিল। ল্যাবে কিছু কাজ করতাম, সুপারভাইজারও খুবই ভালো—অতিরিক্ত কাজের কোনো চাপ ছিল না। বাসায় ফিরতাম, ছবির মতো সুন্দর একটি এলাকায় আমাদের ছিমছাম স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। দুজন মিলে রান্না করতাম, নেটফ্লিক্স দেখতাম, গান

বড় প্রিয়, যেই বিপদের উসিলায় আমার রব আমাকে পথ দেখিয়েছেন! সুবহানআল্লাহ! এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আমার জীবনে তেমন কিছু নেই।

আমি আবার উঠে দাঁড়ালাম রবের ওপর ভরসা করে, জীবনের মানে যেন নতুন করে খুঁজে পেলাম। আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ নই, আমার নিজের কোনো অর্জন নেই, নিজে নিজে কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমার সবকিছুই রবের দেওয়া নিয়ামত। এই নিয়ামতগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। আর ফিরে যাওয়ার রাস্তা রব নিজেই দেখান, বড় মায়া করে। যেই অতলেই থাকি না কেন, যদি কেউ মন থেকে রবের পথের দিশা খোঁজে, তিনি তাকে পথ দেখাবেনই—এটা রবের অঙ্গীকার! সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি!

সেই মাথা নিচু করে আবার শুরু করার পর আমার পরবর্তী সাময়িক পরিণতি কী হলো? কয়েক দিন পর আমার সুপারভাইজার আমাকে জানালেন, আমার একটা C.V. এবং পাবলিকেশন লিস্ট দিতে, কারণ তিনি সেটা কার কাছে যেন পাঠাবেন। আমি অত কিছু না ভেবে দিয়ে দিলাম—হয়তো নতুন কোনো স্কলারশিপের জন্য! কয়েক দিন পর স্কলারশিপ অফিস থেকে আবার তিন লাইনের একটি ইমেইল পেলাম। তারা জানাল—আমার আগের স্কলারশিপই তারা বিশেষ বিবেচনায় বহাল রাখছে! আমি আগের মতোই সেটি পাব, তবে পরের বছরের গ্রেড দিয়ে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে হবে!

আসলে আমাদের সেই ডীন ভদ্রমহিলা তাঁর অবস্থানের বাইরে গিয়ে, আমাকে না জানিয়েই, আমার জন্য আবার লড়েছেন। কেন করেছেন, সেটার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য পরিকল্পনা রাখেন। তাঁর নিখুঁত পরিকল্পনায় কার মাধ্যমে, কেন, কীভাবে কাজ হবে—সবটা আমরা কীভাবে বুঝব?

স্কলারশিপ যেমন ছিল, তেমনই থাকল। কিন্তু মাঝখানের কয়েকটা দিনে আমি আমার জীবনের মহামূল্যবান কিছু পাথেয় পেয়ে গেলাম। যেন মহামূল্যবান আলো ঝলকানো কিছু রত্ন আমাকে দিলেন আমার রব, যেগুলো আমি যত্নে আগলে রেখে, তাদের আলোতে সামনের পথ চলব!



তাহাজ্জুদের দুয়া

আমার স্ত্রী ও আমি তিন বছর আগে একটি সুন্দর কন্যাসন্তান পেয়েছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ। সে সাড়ে সাত মাসে জন্মগ্রহণ করেছিল। হ্যাঁ, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই। সারা শরীরে লোম নিয়ে, দেখতে খুব অদ্ভুত হয়ে জন্মালেও সে ছিল আমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার পাঠানো এক অপূর্ব নিয়ামত।

আমার মেয়ে ৫৩ দিন NICU-তে কাটিয়েছিল। সেই দিনগুলো ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিন। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, সেই সময় পার হয়ে গিয়েছে। আমার কন্যা যেহেতু অকালে জন্মেছিল, তাই তার কিছু জন্মগত সমস্যা ছিল, যেমন দুর্বলতা, দেরিতে কথা বলা এবং হাঁটতে দেরি হওয়া। আমরা নিয়মিত শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে চেক-আপ করাচ্ছিলাম। ধীরে ধীরে সে ঠিক হচ্ছিল। ‘বাবা, এখানে আসো’, ‘বাবা, আমাকে ধরো’—এর মতো ছোটছোট বাক্যও বলত। কিন্তু হাঁটতে দেরি হওয়াটাই বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। প্রায় দেড় বছর আগে, তার ফিজিওথেরাপিস্ট আমাদের বলেছিলেন, আমরা যেন একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা তার নিতম্বের দুইদিকের হাড় (হিপ-বোন) পরীক্ষা করাই। কথা মতো পরীক্ষা করানোর পর এমন কিছু জানলাম যা কখনো কল্পনাও করিনি।

আমার ছোট মেয়েটির DDH (Developmental Hip Dysplasia) ধরা পড়ে। তার বাম পাশের নিতম্বের গাঁট ঠিকভাবে গঠিত হচ্ছিল না। তাকে একটি ছোট অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এটি হবে তার দ্বিতীয়

অস্ত্রোপচার, এত ছোট বয়সেই। প্রথম অস্ত্রোপচার হয়েছিল হার্নিয়ার জন্য, যখন তার বয়স ছিল মাত্র দুই মাস। DDH-এর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হলো। এখন তাকে ৩-৪ মাস প্লাস্টার কাস্টের মধ্যে থাকতে হবে। আমরা প্রায় গৃহবন্দি হয়ে গেলাম, খুব কমই বাইরে যেতে পারতাম। কয়েক মাস পর যখন কাস্ট খুলে ফেলা হলো, তখন সে হাঁটা শুরু করল, কিন্তু তার সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল না, তাছাড়া পাকে পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণও করতে পারছিল না। তবুও, হাঁটতে শুরু করেছিল। আমাদের প্রতি ৩ মাস অন্তর চেক-আপে যেতে হতো, এবং হাড়ের গঠনের অগ্রগতি বুঝতে এক্স-রে করানো আবশ্যিক ছিল।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে, আমরা আরও একটি দুঃসংবাদ পেলাম—তার বাঁ-পায়ের যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল, সেটিতে আরেকটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। যদিও হাড় গঠিত হয়েছে এবং সে হাঁটতে পারছে (এখনও দৌড়াতে বা লাফ দিতে নয়), তবে নিতম্বের হাড় ১০০% সকেটে স্থির হয়নি। এই অবস্থাকে বলা হয় সাব-লাক্সেশন (Sub-Luxation)। আমাদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রথমত, আমার ছোট্ট মেয়েটিকে আরেকটি বড় অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে যেতে হবে; এই ভাবনায় মনটা হাহাকার করছিল। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রোপচারের খরচ কীভাবে জোগাড় করব, তা নিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম।

ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, রাতে আমার মেয়েকে লেগ ব্রেস পরিয়ে রাখতে হবে যাতে হাড়টি সকেটের দিকে সঠিকভাবে নির্দেশিত থাকে। আমরা অনলাইনে খুঁজে দেখলাম, যেসব শিশুরা এই সমস্যার মধ্য দিয়ে গেছে, তাদের অভিজ্ঞতা কেমন। পাশাপাশি আমরা আরেকজন চিকিৎসকের কাছ থেকে ‘দ্বিতীয় মতামত’ নিতে গেলাম এবং তিনিও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করলেন।

এই বিধ্বস্ত অবস্থায় আমাদের একমাত্র আশা ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমি এবং আমার স্ত্রী নিয়মিত সালাত আদায় করতাম না। এই দুঃসংবাদ আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে সজল নয়নে হাত তুলতে বাধ্য

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং অতীব দয়াবান। যখন কোনো বান্দা তাঁর কাছে হাত তোলে, তখন ওই বান্দার হাতকে (খালি) ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।’ [১]

আমাকে চিন্তা করতে হবে, যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’জনেই বলেছেন যে, আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি দেবেনই দেবেন, সেখানে কোনো ব্যতিক্রম হবে না, হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই প্রচণ্ড বিশ্বাস নিয়ে দুয়া করাটা দুয়া কবুলের অন্যতম শর্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘হে মানুষেরা, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে চাইবে; কারণ কোনো বান্দা অমনোযোগী অন্তরে দুয়া করলে আল্লাহ তার দুয়া কবুল করেন না।’ [২]

আমাকে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি যত বড় গুনাহগারই হই না কেন, আল্লাহ আমার দুয়া গুনবেন। সূরা যুমার ৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ‘বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

পরিশেষে, আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত সকল নিশ্চয়তার পরও যদি আমি বিশ্বাস করি যে, আমার দুয়া আল্লাহ গুনবেন না, তাহলে আসলেই আমার দুয়া কবুল হবে না। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি (বান্দার জন্য) তেমনই, যেমনটা বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।’ [৩]

দুই—ধৈর্য : দুয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে ধৈর্যের সাথে দুয়া করা। আল্লাহ আমাকে দিবেনই দিবেন, এবং সেটা সর্বোত্তম সময়ে এবং সর্বোত্তম উপায়েই দিবেন। আল্লাহ আল-আলিম, তিনি জানেন, আমরা জানি না।

[১] জামে’ জামে’ আত-তিবমিযি, হাদিস : ৩৫৫৬; আবু দাউদ : ১৪৮৮

[২] জামে’ আত-তিবমিযি, হাদিস : ৩৪৭৯

[৩] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪০৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬৭৫



দুয়া করার সময় যা করব

দুয়া করার সময় আমরা নিচের ৫ টি বিষয় অবশ্যই পালন করব।
ইনশাআল্লাহ, এতে দুয়া কবুল হওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে।

এক—ইসমে আজম : দুয়ার শুরুতে আমরা অবশ্যই অর্থ বুঝে নিচের দুয়াটি পড়ব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই দুয়ার মাধ্যমে দুয়া করলে তা কবুল হয়ে যায়।^[১]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এই বলে প্রার্থনা করছি যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনিই একমাত্র আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি, আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।^[২]

দুই—দুয়া ইউনুস : এবার আমরা অর্থ বুঝে দুয়া ইউনুস পড়ব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দা যদি এই দুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কিছু চায়, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করবেন।^[৩]

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

[১] তিরমিযি, হাদিসটি সহিহ

[২] আবু দাউদ, হাদিস : ১৪৯৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ২৩০০২

[৩] সুনানুত তিরমিযি, হাদিস : ৩৫০৫



দুয়া কবুলের বিশেষ সময়গুলো

আল্লাহর কাছে দুয়া করার জন্য আসলে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন নেই। যেকোনো সময় আমরা আমাদের প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে হাত তুলতে পারি। তবে এরপরও কিছু বিশেষ সময় আছে, যেগুলোতে দুয়া কবুল হওয়া অত্যন্ত সহজ বলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। নিচে সেই সময়গুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

এক—শেষ রাতে : এই সময়টিকে আমরা সাধারণত তাহাজ্জুদের সময় বলে থাকি, যদিও আভিধানিকভাবে এতে কিছুটা ভিন্নতা আছে। এখানে মূল সময় হলো রাতের শেষ তিন ভাগের এক ভাগ। আরও সহজ করে বললে, ফজরের সময় হওয়ার আগের অংশটি।

হাদিস কুদসির মাধ্যমে আমরা জানি, স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, এই সময়ে দুয়া করলে তিনি তা কবুল করবেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘প্রতি রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে, আমাদের মহান রব নিকটতম আকাশে নেমে বলেন, যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেবো। যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।’^[১]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৭৫৮